Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/10/2026 3:24 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৭ মাঘ ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৫৩ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো
সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/10/2026 3:24 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৭ মাঘ ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৫৩ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

এবার দিল্লির আকাশে ট্যাক্সি পরিষেবা! নয়ডা, গুরুগ্রামেও জরুরি পরিষেবা দেবে 'এয়ার ট্যাক্সি'

ইরানের জলসীমা থেকে দূরে থাকুন! মার্কিন জাহাজগুলিকে বার্তা ওয়াশিংটনের

১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই পুলিশের অদলবদল সারতে হবে, স্বরাষ্ট্রসচিবকে চিঠি সিইও দপ্তরের

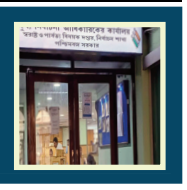

সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছল আইপ্যাক মামলার শুনানি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছিয়ে গেল তৃণমূলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাক সংক্রান্ত আলোচিত মামলার শুনানি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান আইনজীবী কপিল সিব্বল অসুস্থ থাকায় মঙ্গলবার আদালতের কাছে সময়ের আবেদন জানানো হয়। বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র এবং বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চোলির বেঞ্চ সেই আবেদন মঞ্জুর করে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি শুনানির পরবর্তী দিন ধার্য করেছে। ফলে আইনি লড়াইয়ের চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে।আজ, ১০ ফেব্রুয়ারি এই মামলার গুরুত্বপূর্ণ শুনানি হওয়ার কথা ছিল। এর আগে ৩ ফেব্রুয়ারি বিচারপতিদের বেঞ্চে বিষয়টি উঠলে ইডির তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা রাজ্যের জমা দেওয়া হলফনামা খতিয়ে দেখতে সময় চেয়েছিলেন। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে ইডির মামলা খারিজের আবেদন জানিয়েছে। রাজ্যের দাবি, এই মামলা দায়ের করার আইনি অধিকার ইডির নেই এবং তাদের তল্লাশি পদ্ধতিও ছিল ত্রুটিপূর্ণ।হলফনামায় রাজ্যের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তদন্তের কাজে কোনও বাধা সৃষ্টি করেননি। বরং দলীয় নথি ও নির্বাচনী রণকৌশল সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে তিনি অনুমতি নিয়েই সেগুলি সংগ্রহ করেছিলেন।ঘটনার সূত্রপাত গত ৮ জানুয়ারি। কয়লা পাচার মামলার তদন্তে আইপ্যাক দপ্তর ও সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বেশ কিছু ফাইল নিজের জিম্মায় নেন এবং অভিযোগ করেন যে, ইডি রাজনৈতিক নথি 'ছিনতাই'-এর চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সংস্থা পাল্টা অভিযোগ তোলে যে, মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তদন্তে বাধা দিয়েছেন এবং তাঁকে এই কাজে প্রাক্তন পুলিশ ডিজি রাজীব কুমার ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা সহায়তা করেছেন। এই সংঘাতের জেরেই সুপ্রিম কোর্টে জোড়া মামলা দায়ের করে ইডি।

স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা !

শর্তসাপেক্ষে কংগ্রেসের পাশে থাকার বার্তা অভিষেকের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল তৃণমূল কংগ্রেস।এদিন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে সই করতে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। তবে এই সমর্থনের বিনিময়ে কংগ্রেস-সহ ইন্ডিয়া জোটের সামনে কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্ত রেখেছেন তিনি। অভিষেকের দাবি, সরাসরি অনাস্থা না এনে প্রথমে বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে স্পিকারকে একটি যৌথ চিঠি এবং বিবৃতি দেওয়া হোক।স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে শাসকদলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিরোধী শিবির। বিশেষ করে গত বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওপর শারীরিক হামলার আশঙ্কার কথা শুনিয়ে যেভাবে অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়, তা ভালোভবে নেয়নি বিরোধীরা। বিরোধী দলনেতাকে বলতে না দেওয়া এবং আট সাংসদকে সাসপেন্ড করার মতো বিষয়গুলিকেও হাতিয়ার করতে চাইছে ইন্ডিয়া জোট। এই প্রেক্ষাপটেই বাজেট অধিবেশনে ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন স্পষ্ট করে দেন যে, তৃণমূল কংগ্রেস কংগ্রেসের বেঁধে দেওয়া ছকে চলবে না। তাঁর প্রস্তাব, যে চারটি কারণের ওপর ভিত্তি করে অনাস্থা আনা হচ্ছে, সেগুলি উল্লেখ করে আগে স্পিকারকে চিঠি দেওয়া হোক। যদি স্পিকারের পক্ষ থেকে সদুত্তর না মেলে, তবেই চরম পদক্ষেপ হিসেবে অনাস্থা আনা উচিত। এমনকি, এদিন যদি কংগ্রেস তাড়াহুড়ো করে এই প্রস্তাব আনতে চায়, তবে তৃণমূল তাতে সই করবে না বলেও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই 'শর্ত' দেওয়ার মাধ্যমে তৃণমূল আসলে কংগ্রেসের সঙ্গে একধরণের দূরত্ব বজায় রাখার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিশেষ করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ইমপিচমেন্ট ইস্যুতে রাহুল গান্ধীর নীরবতায় তৃণমূল ক্ষুব্ধ। অভিষেক এদিন মনে করিয়ে দেন, কংগ্রেস যেভাবে বলবে তৃণমূল সেভাবে চলবে না। আমাদেরও স্বাধীন বক্তব্য রয়েছে। একইসঙ্গে বিজেপির সঙ্গে তাঁর দলের নৈতিক পার্থক্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ভুল করলে তাঁকে (স্পিকারকে) শোধরানোর সুযোগ দিতে হবে। এটাই মোদিজির সঙ্গে আমাদের পার্থক্য।

নিরাপদ আসনের খোঁজে বাম নেতারা

প্রার্থী জটে বিদ্রোহের মুখে আলিমুদ্দিন

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এককভাবে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতেই বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে সিপিএম। ২৯৪ আসনেই প্রার্থী দেওয়ার সুযোগ তৈরি হলেও, ২০২১ সালে পরাজিত হেভিওয়েট নেতারা নিজেদের পুরনো কেন্দ্রে ফিরতে নারাজ। এই পরিযায়ী প্রবণতা নিয়ে দলের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।কর্মীদের অভিযোগ, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, শতরূপ ঘোষ, সৃজন ভট্টাচার্য বা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তরুণ প্রজন্মের নেতারা গত পাঁচ বছর হারের পর এলাকাভিমুখী হননি। পরিবর্তে তাঁরা ফেসবুক বা এক্স-এর (টুইটার) মতো সমাজমাধ্যমেই বেশি সক্রিয় ছিলেন। এমনকি গত নির্বাচনে জামানত জব্দ হওয়া এই নেতারা এখন নিজেদের পছন্দের 'নিউজ পোর্টাল' ব্যবহার করে নতুন নিরাপদ আসন খুঁজছেন বলে গুঞ্জন। সূত্রের খবর, মহম্মদ সেলিম চণ্ডীতলার বদলে রেজিনগর বা ভরতপুর, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় নন্দীগ্রামের বদলে উত্তরপাড়া এবং শতরূপ ঘোষ কসবার পরিবর্তে দমদম উত্তর আসনটি পেতে মরিয়া। একইভাবে সৃজন ভট্টাচার্য সিঙ্গুরের বদলে কসবা এবং দীপ্সিতা ধর বালির বদলে ডোমজুড় কেন্দ্রে প্রার্থী হতে চাইছেন বলে খবর। তৃণমূল কংগ্রেস যখন ঘর গুছিয়ে নির্বাচনী প্রস্তুতি প্রায় সারা করে ফেলেছে, তখন সিপিএম-এর অন্দরে প্রার্থী বাছাই নিয়ে চরম অচলাবস্থা। আলিমুদ্দিনের এক প্রবীণ নেতার আক্ষেপ, হারের পর নেতারা যদি কর্মীদের পাশে থাকতেন, তবে আজ এই বেহাল দশা হতো না। নিচুতলার কর্মীদের সাফ কথা, সারা বছর যাঁরা বুথ আগলে লড়াই করেন, তাঁদের বাদ দিয়ে 'ভোটপাখি' বা ফেসবুক-নির্ভর নেতাদের চাপিয়ে দিলে ফল আরও বিপর্যয়কর হবে। উল্লেখ্য, ২০২১-এর ব্যর্থ প্রার্থীদের ২০২৪-এর লোকসভায় প্রমোশনদেওয়া নিয়ে আগেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন জেলা নেতৃত্ব। সিঙ্গুরে পরাজিত সৃজনকে যাদবপুরে বা বালিতে তৃতীয় হওয়া দীপ্সিতাকে শ্রীরামপুরে প্রার্থী করায় বহু পুরনো কমরেড নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। তা সত্ত্বেও আলিমুদ্দিনের শীর্ষ নেতৃত্ব পুরনো ভুল থেকে শিক্ষা না নিয়ে নতুন আসন বণ্টনের পথে হাঁটায় দলের অভ্যন্তরে বিদ্রোহের মেঘ দানা বাঁধছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/10/2026 3:24 PM Page 3

এই চার 'গেম'খেললেই সর্বনাশ!

যেতে পারে প্রাণ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সম্প্রতি গাজিয়াবাদে তিন নাবালিকার মৃত্যু ঘিরে দেশজুড়ে হুলুস্থুল। তিন বোনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় উঠে এল এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। নিশিকা, প্রাচী ও পাখি- এই তিন বোনের ডায়েরি ঘাঁটতে গিয়ে তদন্তকারীরা এমন কিছু মোবাইল গেমের নাম পেয়েছেন, যা কিশোর মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। পুলিশ ও শিক্ষা দপ্তরের কর্তাদের মতে, এই 'হরর' বা ভয়ংকর সব গেমের নেশাই হয়তো ওই তিন বোনকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। পুলিশি সূত্রের খবর, মূলত চারটি গেমের প্রতি আসক্ত ছিল ওই কিশোরীরা। 'পপি প্লে-টাইম', 'দ্য বেবি ইন ইয়েলো', 'ইভিল নান' এবং 'আইস ক্রিম'। বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই গেমগুলি কেবল খেলা নয়, এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে হিংসা ও নানারকম মানসিক চাপ। এগুলিই কার্যত অল্পবয়সিদের মনে গভীর ক্ষত তৈরি করে।তদন্তে উঠে আসা গেমগুলি ঠিক কী ধরণের?

পপি প্লে-টাইমঃ একটি অন্ধকার পরিবেশে আচমকা ভয় দেখানোই এই গেমের মূল লক্ষ্য। গেমের মধ্যে নিজেকে অন্যের থেকে বাঁচাতে হয়।

দ্য বেবি ইন ইয়েলোঃ শিশুদের খেলার নাম করে এর আড়ালে এখানে একটি অতিপ্রাকৃত ও দানবীয় শিশুকে দেখানো হয়েছে।

ইভিল নান ঃ স্কুলের ভিতরে এক ভয়ংকর সন্ন্যাসিনীর হাত থেকে বাঁচার লড়াই চলে এই গেমে। আইস ক্রিম ঃ এক বিক্রেতা শিশুদের অপহরণ করে জমিয়ে ফেলছে- এমন এক ভীতি কাজ করে এই কাহিনিতে।

উল্লেখ্য, গত ৪ ফেব্রুয়ারি ভোরে নিজেদের ফ্ল্যাটের নবম তলা থেকে ঝাঁপ দেয় ১৬, ১৪ ও ১২ বছর বয়সি তিন বোন। পুলিশ জানতে পেরেছে, তাদের বাবা চেতন কুমার মেয়েদের ফোনের নেশা দেখে মোবাইল কেড়ে নিয়েছিলেন। এর পরই উদ্ধার হয় আট পাতার এক সুইসাইড নোট। তদন্তকারীদের মতে, দীর্ঘ সময় ফোনে মগ্ন থাকা এবং বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ফলেই এমন মানসিক বিপর্যয়। মনোবিদরা বারবার সতর্ক করছেন, স্রেফ বিনোদনের নামে এই ধরণের ভয়ঙ্কর গেম আসলে শিশুদের একাকিত্ব এবং জেদ ক্রমেই বাড়িয়ে তুলছে। অভিভাবকদের প্রতি প্রশাসনের পরামর্শ- সন্তান হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে কি না বা তার আচমকা মেজাজ পরিবর্তন হচ্ছে কি না, সেদিকে কড়া নজর রাখুন। প্রয়োজনে মোবাইলে 'প্যারেন্টাল লক' ব্যবহার করারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দিনেই ঘুটঘুটে অন্ধকার!

হঠাৎ কমবে তাপমাত্রা

এই দিন বিরল মহাজাগতিক

ঘটনার সাক্ষী থাকবেন

নয়া জামানা ডেক্স ঃ দিনের বেলায় থাকবে না রোদ। টানা কয়েক মিনিট ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে যাবে বিশ্ব! হঠাৎ কয়েক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমে যাবে। গরমকালেও দিনের বেলায় ঠান্ডা অনুভূত হবে।শুধু তাইই নয়, ঠিক ওই সময়েই শান্ত হয়ে যাবে পশুপাখিরাও। অদ্ভুত বদল আসবে তাদের আচরণেও। কারণ, সেদিনিই বিরল মহাজাগতিক ঘটনার সাক্ষী থাকতে চলেছে বিশ্ব।একুশ শতকের সবচেয়ে দীর্ঘ পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ২০২৭ সালের ২ অগাস্টের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ বিশেষ মুহূর্ত তৈরি করতে চলেছে। সাত মিনিট ৩১ সেকেন্ড দিনের বেলায় অন্ধকারে ডুবে যাবে বিশ্বের একাধিক দেশ।এত দীর্ঘ সময় ধরে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ অত্যন্ত বিরল। ১৯৯১ থেকে ২১১৪ সালের মধ্যে এই একবারই এত দীর্ঘ সময় ধরে চাঁদের আড়ালে ঢাকা থাকবে সূর্য।বিজ্ঞানীরা আরও জানিয়েছেন, চাঁদ সূর্যকে ঢাকতে শুরু করা থেকে সরে যাওয়া পর্যন্ত সবমিলিয়ে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগবে। এর মধ্যে ৬ মিনিট ২৩ সেকেন্ড পুরোপুরি চাঁদের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবে সূর্য।ওইদিন দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। দক্ষিণ স্পেনে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে দুপুর দেড়টা থেকে দু'টোর মধ্যে।

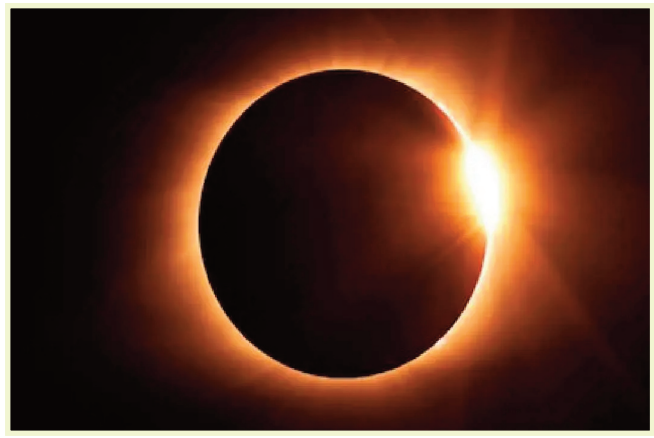

লিবিয়া এবং মিশরে দু'টো থেকে আড়াইটের মধ্যে দেখা যাবে। সৌদি আরবে দুপুর তিনটেয় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে।জানা গেছে, লিবিয়া ও মিশরে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ সবচেয়ে ভাল দেখা যাবে। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ চলাকালীন অন্ধকারে ডুবে যাবে দক্ষিণ স্পেনের কাদিজ, মালাগা, উত্তর আফ্রিকারল মরক্কো, তানজিয়ার, টেটুয়ান, আলজিরিয়া, টিউনিশিয়া, বেনগাজি, লিবিয়া, মিশরের লাক্সর, সুদানের উত্তর-পূর্ব অংশ, সৌদি আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ, জেড্ডা, মক্কা, ইয়েমেনের কিছু অংশ এবং সোমালিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ।ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশ এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সাক্ষী থাকতে পারবে না। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, পূর্ব এশিয়ার সিংহভাগ এবং অস্ট্রেলিয়াও দেখতে পাবে না পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ।

সঙ্গমের সময় নোংরা কথা বলেন স্ত্রী?

শরীরী খেলায় নিজেকে সামলাবেন কী করে

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বেশ কিছুদিন আগে এক দম্পতির ব্যক্তিগত সমস্যা সামনে আসে এক বিশেষজ্ঞের কাছে। সমস্যাটি শারীরিক নয়;মানসিক ও যোগাযোগজনিত। ভদ্রলোকের অভিযোগ, তাঁর স্ত্রী দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত মার্জিত ও রুচিশীল হলেও সহবাসের সময় আপত্তিকর, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতেন। এতে তিনি অস্বস্তি তো বোধ করতেনই, কখনও কখনও অপমানিতও লাগত তাঁর। ধীরে ধীরে তিনি সহবাস থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেন। মূলত স্ত্রীর এই আচরণের কারণ জানতেই তিনি বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হন।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের সমস্যা আজকাল খুব একটা বিরল নয়। সহবাসের সময় যৌন তৃপ্তি বাড়াতে অনেকেই 'ডার্টি টক' বা উত্তেজনামূলক ভাষা ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। শুনতে বিস্ময়কর হলেও, গবেষণায় দেখা গিয়েছে;এই ধরনের কথোপকথনের সঙ্গে যৌন সন্তুষ্টির সরাসরি যোগ রয়েছে। দাম্পত্য জীবনের নানা যৌন সমস্যায় সেক্স থেরাপিস্টরা প্রায়শই দম্পতিদের পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন। সেই যোগাযোগেরই একটি রূপ হতে পারে এই কথাবার্তা।রেড বুক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় বহু মহিলা জানিয়েছেন, সঙ্গীর কাছে নিজেদের যৌন ভাবনা খোলাখুলি জানাতে পারায় সহবাস তাঁদের কাছে আরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তবে বিশেষজ্ঞরা স্পষ্ট করছেন;সহবাস চলাকালীন সাধারণ যৌন উত্তেজনামূলক কথা আর 'ডার্টি টক'-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। যৌন ক্রিয়া বা কল্পনার বর্ণনায় আপত্তিকর, অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ থাকলেই তাকে 'ডার্টি টক' বলা যায়।সমাজে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, মহিলারা এই ধরনের ভাষা ব্যবহার করতে বা শুনতে পছন্দ করেন না। কিন্তু বাস্তবচিত্র বদলেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা যাচ্ছে, দু'পক্ষের মধ্যেই এই বিষয়ে আগ্রহ বাড়ছে। তবে বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা;যদি দম্পতির দু'জনেই এতে স্বচ্ছন্দ হন, সমস্যা নেই।

কিন্তু কোনও একজন যদি অপমানিত বা অস্বস্তি বোধ করেন, তাহলে অপরপক্ষের দায়িত্ব বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবা।একই সঙ্গে এটাও সত্যি, সঙ্গী যদি এই ধরনের কথাবার্তায় মানসিকভাবে উত্তেজিত হন, তাহলে সেটিও আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করা জরুরি। কারণ এই কথোপকথন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পরিসরে, মুহূর্তের আবেগে বলা হয়। তবুও সমস্যা মিটে না উঠলে বিশেষজ্ঞরা একটি ব্যবহারিক পরামর্শ দিচ্ছেন;দু'জনে মিলে সহবাসে ব্যবহৃত কিছু সাধারণ শব্দ লিখে নেওয়া, তারপর আলাদা করে কোন শব্দ বা অভিব্যক্তি গ্রহণযোগ্য, কোনটি নয়, তা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করা।অল্প পরিশ্রমের এই প্রক্রিয়ায় দম্পতির মধ্যে বোঝাপড়া বাড়ে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। সম্পর্কের স্বস্তি ও সম্মান বজায় রাখতে পারস্পরিক সম্মতি ও যোগাযোগই শেষ কথা।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/10/2026 3:24 PM Page 4

কয়লা পাচার মামলায় গ্রেপ্তার ২

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ কয়লা পাচার মামলার তদন্তে বড়সড় সাফল্য পেল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।ঝাড়খণ্ড-আসানসোল কয়লা পাচার চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে চিন্ময় মণ্ডল ও কিরণ খাঁ নামে দুই প্রভাবশালী ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এই মামলায় কোনও ব্যবসায়ীকে সরাসরি গ্রেপ্তার করা। তদন্তে অসহযোগিতার কারণে তাঁদের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর। ইডি সূত্রের দাবি, ধৃত এই দুই ব্যবসায়ী কয়লা পাচার চক্রের অন্যতম পাণ্ডা। তাঁরা মূলত 'প্রোটেকশন মানি' আদায়ের মাধ্যমে পাচারকারীদের মদত দিতেন এবং কয়লা সিন্ডিকেটের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের মোবাইল থেকে উদ্ধার হওয়া লেনদেনের চ্যাট হিস্ট্রি এবং ডিজিটাল নথির ভিত্তিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও, তাঁরা তা অস্বীকার করেন। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর বয়ানে অসঙ্গতি মেলায় তাঁদের গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।গত ৩ ফেব্রুয়ারি রানিগঞ্জের ব্যবসায়ী কিরণ খাঁ-র বাড়ি এবং চিন্ময় মণ্ডলের অফিসে ম্যারাথন তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একটি বিশেষ দল। তল্লাশি অভিযানে এক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার হয়। এর পরেই গত সপ্তাহে তাঁদের দিল্লির সদর দপ্তরে তলব করা হয়েছিল। ইডি-র দাবি, এই দুই ব্যবসায়ীর মাধ্যমে কয়লা পাচারের কোটি কোটি টাকা প্রভাবশালীদের কাছে পৌঁছাত। মঙ্গলবারই ধৃতদের ইডির বিশেষ আদালতে পেশ করা হবে।

বিদায়ের পথে শীত!

দক্ষিণবঙ্গে বাড়ছে পারদ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ উত্তুরে হাওয়ার রেশ, তারপর উষ্ণতার ছোঁয়া ফেব্রুয়ারিতে বদলাচ্ছে বাংলার আবহাওয়া।নিম্নচাপ বা বৃষ্টির কোনও ভ্রুকুটি নেই আগামী সাত দিনই দক্ষিণবঙ্গে থাকবে শুষ্ক আবহাওয়া।

আজ, কাল ও পরশু এই তিন দিন আবহাওয়ার ছবিটা প্রায় একই রকম থাকবে বলে জানাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। আপাতত তাপমাত্রায় বড়সড় কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।বর্তমানে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে রয়েছে। বেশিরভাগ জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। আগামী দু'দিন হালকা উত্তুরে হাওয়া বইবে, যার জেরে সকালে ও রাতে শীতের অনুভূতি বজায় থাকবে। তবে দিনের বেলায় খুব একটা ঠান্ডা বাড়বে না।বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়ায় ধীরে ধীরে বদল আসতে শুরু করবে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়বে আগামী তিন দিনে।

উইকেন্ডে এসে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দুটো তাপমাত্রাই স্বাভাবিকের কাছাকাছি পৌঁছাবে। ফলে শীতের আমেজ অনেকটাই কমে যাবে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১২ থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে।অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে বুধবারের পর থেকে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা থাকলেও, ঘন কুয়াশার কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি।সব মিলিয়ে, রাজ্যে আপাতত শান্ত, শুষ্ক এবং ধীরে ধীরে উষ্ণতার দিকেই এগোচ্ছে আবহাওয়া।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার যুবক

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ সামনেই নির্বাচন, আর তার আগেই শহরে বড়সড় অস্ত্র পাচারের ছক বানচাল করল লালবাজারের গোয়েন্দারা। মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতার কসবায় রাসবিহারী কানেক্টরে একটি অটোয় তল্লাশি চালিয়ে বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক পাচারকারীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ ইসতেয়াক (২৪), সে বিহারের গয়া জেলার গুরুয়া থানা এলাকার বাসিন্দা।লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের গুণ্ডাদমন শাখার আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ধৃতের কাছ থেকে একটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে। তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে ৩টি সিঙ্গল শটার, ২টো ৬-ঘড়া রিভলভার এবং ১টি ৭ এমএম পিস্তল পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়াও বেশ কয়েক রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ইসতেয়াক মূলত একজন 'কুরিয়ার' হিসেবে কাজ করছিল, যার দায়িত্ব ছিল বিহার থেকে আনা এই মারণাস্ত্রগুলো নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া।নির্বাচনের আগে বিহার-ঝাড়খণ্ড সীমান্ত দিয়ে চোরাপথে অস্ত্র ঢোকার খবর আগে থেকেই ছিল গোয়েন্দাদের কাছে। গয়ার এক সন্দেহভাজনের গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য মিললেও তার সঠিক সময় বা রুট নিশ্চিত ছিল না। ফলে রাসবিহারী কানেক্টর এলাকায় সাদা পোশাকে নজরদারি ও কড়া নাকা চেকিং শুরু করে পুলিশ। একটি সন্দেহভাজন অটোকে থামিয়ে তল্লাশি চালাতেই এই বড়সড় সাফল্য আসে।এই বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র কলকাতায় কার কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল এবং এর পেছনে অন্য কোনও যোগ বা বড় কোনও চক্র সক্রিয় কি না, তা জানতে ধৃতকে জেরা করা হচ্ছে। গত কয়েকমাসে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনার সঙ্গে এর কোনও যোগসূত্র আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে লালবাজার।

ভুয়ো প্যারামেডিকেল খুলে কোটি কোটি টাকার প্রতারণা! গ্রেপ্তার ৩

নয়া জামানা, মালবাজার ঃ প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট খুলে প্রতারণার অভিযোগ। প্রতিপড়ুয়াদের থেকে প্রায় লক্ষাধিক টাকা কোর্স ফিস নেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যেই সংস্থার শিলিগুড়ি সেন্টারে কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ উঠলে সেখানে দুই মহিলা ও যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে মূল অভিযুক্ত পলাতক। এদিন এই ঘটনা সামনে আসতেই এদিন মালবাজার শহরে অবস্থিত ওই প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউটের শাখায় পড়ুয়া সহ অভিভাবকরা ভিড় জমান।

ইনস্টিটিউট এর তরফে নির্ধারিত কোর্স ফি দিয়ে পড়াশুনা শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীরা। পড়ুয়া ও অভিভাবকদের অভিযোগ প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউটের কথা বলা হলেও পরবর্তীতে সংস্থার নাম পরিবর্তন করে ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউ নাম ব্যবহার করা হয়। আর এই নাম বদল হতেই পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মনে প্রশ্ন জাগে। কারণ কোন ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট ও নার্সিং প্রতিষ্ঠানের মানের মধ্যে কিছু ফারাক থেকে যায়।এদিন সকালে মালবাজার শহরে অবস্থিত ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিড় জমাতে শুরু করেন পড়ুয়া ও অভিভাবকেরা। লাটাগুড়ি,ময়নাগুড়ি,দোমোহানী মালবাজার শহর সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে পড়ুয়া ও অভিভাবকরা এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন বৈধতা আছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। অভিযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালবাজার শাখার এক মহিলা কর্মী জানালেন, সংস্থার বৈধতা রয়েছে। সংস্থার প্রধান শাখা থেকেই সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনা হয়। অভিভাবকদের মধ্যে শম্পা অধিকারী সহ অন্যান্যরা একই সুরে জানালেন, পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হল। প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউটের কথা বলে কোর্স ফিস নেওয়া হলেও সেভাবে প্রশিক্ষণ করানো হতো না। বিষয়টি সংস্থার কর্মরতদের বলা হলেও কর্ণপাত করেননি তারা। ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ কি হবে? প্রশ্ন তুলেছেন পড়ুয়া ও অভিভাবকেরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মালবাজার থানার পুলিশ। পাশাপাশি মালবাজার পুরসভার কাউন্সিলর পুলিন গোলদার, অজয় লোহার প্রমুখ এসে পৌঁছান। ঘটনাস্থল থেকে ওই মহিলা কর্মীকে আটক করে মালবাজার থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউটের অফিস সিস করে দেয় পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালবাজার থানার পুলিশ।

ভরা হাটে ভেঙে পড়ল লোহার রড

নয়া জামানা ডেক্স ঃ হাওড়ায় হাট চলাকালীন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। হাট বিজনেস টাওয়ার থেকে লোহার পাইপ ভেঙে পড়ে প্রাণ হারালেন দু'জন। হাওড়া হাট চলাকালীন এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনায় এক ব্যবসায়ী ও এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হাওড়া পুরসভার পিছনে বহুতল হাট কমপ্লেক্সের থেকে ভেঙে পড়ে লোহার রড। মৃত ব্যবসায়ীর নাম, শেখ ইরফান ও মৃত শ্রমিকের নাম, খোকন। দুর্ঘটনার তদন্ত জোরকদমে শুরু করেছে হাওড়া থানার পুলিশ। সপ্তাহের ব্যস্ততম দিনে ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল হাওড়া হাট। মঙ্গলবার সকালে হাওড়া পুরসভার ঠিক পিছনে অবস্থিত নবনির্মিত 'বিজনেস টাওয়ার' কমপ্লেক্সের ওপর থেকে আচমকা লোহার রড নিচে পড়ে প্রাণ হারালেন এক ব্যবসায়ী ও এক শ্রমিক।

এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ উঠেছে নির্মাণকাজে চরম গাফিলতি ও নিরাপত্তার অভাব নিয়ে।প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে যখন হাটে কেনাবেচা পুরোদমে চলছিল, তখনই ওই বহুতল থেকে একটি ভারী লোহার রড সরাসরি নীচে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জনের মাথায় এসে পড়ে। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তাঁরা। ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। স্থানীয়রা দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।মৃত ব্যবসায়ীর দাদা শেখ ইসলাম ঘটনার সময় ভাইয়ের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। শোকস্তব্ধ অবস্থায় তিনি জানান, ক্ষুব্ধআমরা টুপি বিক্রি করি।

সংবাদ নয়া জামানা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা ও মহকুমা থেকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৮৯২৭৭৮৮১০৪

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/10/2026 3:24 PM Page 5

ঘাড়ে চিন ও পাকিস্তানের নিঃশ্বাস !

যুদ্ধবিমানের ঘাটতি মেটাতে ১১৪

রাফালে যুদ্ধবিমান কিনবে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে চিন এবং পাকিস্তান। টানাপড়েন বাড়ছে সীমান্তে। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিমানের ঘাটতি মেটাতে বায়ুসেনার হাতে ১১৪টি রাফালে তুলে দেওয়ার কথা ভাবছে রাজনাথ সিংহের কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে চিন এবং পাকিস্তান। টানাপড়েন বাড়ছে সীমান্তে। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিমানের ঘাটতি মেটাতে বায়ুসেনার হাতে ১১৪টি রাফালে তুলে দেওয়ার কথা ভাবছে রাজনাথ সিংহের কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। চলতি মাসের শেষেই ভারত সফরে আসার কথা ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, তার আগেই রাফালে যুদ্ধবিমান কেনার সিদ্ধান্তে সবুজ সংকেত দিতে পারে রাজনাথের নেতৃত্বাধীন 'প্রতিরক্ষা সামগ্রী ক্রয় বিষয়ক কমিটি' (ডিএসি)।প্রশাসনিক সূত্রেই জানা গিয়েছে, প্রায় ৩ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকার এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে, তা হবে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে বৃহত্তম প্রতিরক্ষা চুক্তি।

ইতিমধ্যেই প্রস্তাবিত প্রকল্পের মূল্যায়ন করেছে প্রতিরক্ষা সচিবের নেতৃত্বাধীন 'সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় পর্ষদ' ('ডিফেন্স প্রোকিওরমেন্ট বোর্ড' বা ডিআরবি)। তারা ছাড়পত্রও দিয়ে দিয়েছে। এবার রাফালে যুদ্ধবিমান কেনার প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য গিয়েছে ডিএসি-র কাছে। সেখানে চূড়ান্ত অনুমোদন মিললেই গোটা প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।প্রথম দফায় ভারতে নির্মিত রাফালগুলিতে ৩০ শতাংশ দেশীয় যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জাম থাকবে। পর্যায়ক্রমে তা বাড়িয়ে ৬০ শতাংশ করার কথা বলা হয়েছে মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্টে। এ ছাড়া, ১১৪টির মধ্যে ১৮টি সরাসরি নিয়ে আসা হবে ফ্রান্স থেকে। প্রসঙ্গত, দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত তেজস যুদ্ধবিমানে রয়েছে ৬২ শতাংশ ভারতীয় যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জাম।প্রসঙ্গত, এক দশক আগে ফরাসি সংস্থা দাসো অ্যাভিয়েশনের সঙ্গে রাফাল চুক্তির সময়ই বায়ুসেনা জানিয়েছিল, তাদের দরকার ১২৬টি যুদ্ধবিমান। কিন্তু সেই সময় ফরাসি সংস্থা রাফালকে বরাত দেওয়া হয় ৩৬টি যুদ্ধবিমান। অন্য দিকে, ধাপে ধাপে মিগ-২১, মিগ-২৩ বাতিল হওয়ায় ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমানের ভাঁড়ারে সংখ্যার ঘাটতি তৈরি হয়েছে। শুধুমাত্র ৩৬টি রাফাল বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'হিন্দুস্থান অ্যারোনটিকস লিমিটেড '(হ্যাল) তৈরি তেজসের নয়া সংস্করণ 'মার্ক-১এ'-র সাহায্যে তা পূরণ করা সম্ভব নয়।

বস্তুত, চুক্তি অনুযায়ী ২০২৩ সালের শেষ থেকেই ধাপে ধাপে ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে 'তেজস মার্ক-১এ' তুলে দেওয়ার কথা ছিল 'হ্যাল'-এর। কিন্তু সেই সময়সীমা পার হওয়ার প্রায় দু'বছর পরেও একটিও 'তেজস মার্ক-১এ' হাতে আসেনি বায়ুসেনার। সরকারি তথ্য বলছে, ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে ৪২টি ফাইটার স্কোয়াড্রন থাকার কথা। কিন্তু তা এখন ৩২-এ নেমে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে পুরনো প্রতিরক্ষা সহযোগী ফ্রান্সের সহযোগিতায় দ্রুত ঘাটতি পূরণের কথা ভাবছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। ৪.৫ প্রজন্মের রাফালের পাশাপাশি রাশিয়ায় তৈরি পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান 'সুখোই এসইউ-৫৭' (ফেলন নামেও যা পরিচিত)-এর দিকেও নজর রয়েছে নয়াদিল্লি। ইতিমধ্যেই মস্কোর তরফে এসইউ-৫৭ই' (এসইউ-৫৭-র এক্সপোর্ট ভ্যারিয়েন্ট) যুদ্ধবিমানের 'যৌথ উৎপাদন' এবং 'সম্পূর্ণ প্রযুক্তি হস্তান্তরে'র প্রস্তাব এসেছে বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রের খবর।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।